গান্ধী আলোয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন

অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী

পুজ্য প্রফুল্লচন্দ্র সেন ছিলেন একজন বিদগ্ধ, বিপ্লবী মানুষ। বিদগ্ধ মানুষজন এক আদর্শ জীবন ও সমাজের খোঁজে বিবর্তনের পথে পথ চলা শুরু করেন এবং চলার পথে নানা অনুপ্রেরণার সাহায্য গ্রহণ করেন, প্রভাবিতও হন, কিন্তু নিজস্বতা অক্ষুণ্ন রেখে। সব চিন্তাবিদ ও কর্ম্মবীরের মতই প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ও ব্যতিক্রমী ছিলেন না এবং সবচেয়ে বেশী যাঁর চিন্তা-ভাবনা, কার্যক্রম, কার্যধারা ও জীবনাদর্শকে তিনি পাথেয় করেছিলেন তিনি অবশ্যই মহাত্মা গান্ধী। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত জনগণের স্বতঃপ্রণোদিত উপলব্ধি 'আরামাবাগের গান্ধী' নামে তাঁর গান্ধীজীতে উত্তরণ ও বিস্তৃত হওয়া তাই যেমন সঠিক বলে মনে হয়, তেমনি গভীর তাৎপর্য বহন করে বলেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী এক আদর্শ সমাজের কথা বলেছিলেন যেখানে মূলতঃ মানবিক গুণ ও মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতিষ্ঠা ও চর্চ্চা হবে, কোনপ্রকার শোষণ ও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকবে না এবং একেবারে গ্রাম বা 'ক্ষুদ্র স্বশাসিত, স্বনির্ভর জনপদ' থেকে শুরু হয়ে ক্রমে সারা দেশ এবং সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হবে। অর্থাৎ শক্তি কোন সময়ে বা কোন স্থানে কেন্দ্রীভূত হবে না এবং এই সমাজে উত্তরণের জন্যে ডি-ক্লাস্‌ড্‌ বা শ্রেণী চেতনার উর্দ্ধে অবস্থিত একদল অনুঘটকের প্রয়োজন তাঁর ছিল এবং অনেক সত্যাগ্রহীকেই দূরে অবস্থিত অবহেলিত কোনো গ্রামকে নির্বাচন করে নীচে থেকে সমাজগঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

মহাত্মাজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র চললেন হুগলী জেলার আরামাবাগ মহকুমার অর্ন্তগত অত্যন্ত প্রত্যন্ত, প্রায় অগম্য, ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত বড়ডোঙ্গল গ্রামে, প্রায় একাকী। কারণ যখনই কাউকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন মাসখানেক পরে সকলেই ফিরে এসেছেন। এর পূর্ব্বে আরও একবার গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানিকে উপেক্ষা করে প্রফুল্লচন্দ্র অহিংস আসহোযোগীতার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। শুনেছি এই জন্যে তিনি তাঁর পরিবারের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অদম্য, স্থিতধী জননায়ক। সকলের কল্যাণের জন্যে যেটি সঠিক মনে করেছেন তাকে গ্রহণ করেছেন, এমনকি একটি বিশেষ সময়ে প্রায় মাতৃসম জাতীয় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন, এবং জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান করে জনতা দল গঠন করেছেন।

গান্ধীজীর স্বকীয়তা ছিল আরও একটি ক্ষেত্রে। মহাবিল্পবী মহাত্মাজী কেবল স্বারজ ও সর্ব্বোদয় সমাজগঠন ও স্থাপনের কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। সেই সমাজের উপযুক্ত মানুষ গড়ার কথাও ভেবেছিলেন এবং সেইজন্যে ব্যক্তিজীবনে অভ্যাস ও আচরণের মাধ্যমে 'একাদশ ব্রত' (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অচৌর্য্য, অসংগ্রহ, ব্রক্ষ্মচর্য, স্বদেশীব্রত, শরীর শ্রম, অস্বাদ, সর্ব্বত্র ভয় বর্জ্জন, সর্ব্বধর্ম সমভাব ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন) পালনের কথা নিশ্চিত করেছিলেন। এর অন্যথা তিনি সহ্য করতেন না। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনকে অনুধাবন করলে তাঁর জীবনের শেষবেলা পর্যন্ত এই একাদশ ব্রতের অনুশীলন অনায়াসেই লক্ষ্য করা যায়।

তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে যে প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় আমার কাছে সদাজাগ্রত, সদাপ্রণম্য হয়ে আছেন তিনি মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁর মিষ্টি-হাসি ও অপূর্ব্ব মনুষ্যোচিত ব্যবহার। এই মূহুর্তে পূর্ব্ব কলকাতার ফুলবাগানের এক গরীব মুসলমান রাজমিস্ত্রীর কথা মনে পড়ছে। তার সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের ব্যবহার, তাকে তার আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস আমাকে অভিভুত করেছিল। প্রফুল্লচন্দ্র সেন কি আবার হবেন? শ্রী আন্না হাজারের প্রতিবাদ ও অনশন, নিউইউর্ক শহরের ওয়াল্‌ স্ট্রীটের আন্দোলন তাঁর প্রয়োজনীয়তাকে আজ গভীরভাবে সূচিত করছে।